কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প/কার্যক্রম/বিভিন্ন নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ বিষয়ে মতামত প্রদান।

১. ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর আলোকে অভিযান পরিচালনাকরণঃ আমরা জানি, ডিজিটাল বা প্রযক্তির ব্যবহার করে সংঘঠিত নতুন নতুন অপরাধের বিচার করণের লক্ষ্যে **ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮** তৈরী হয়েছে। কিন্তু অত্যান্ত হতাশার কথা এই সকল অপরাধ কে চিহ্নিত করার জন্য আইটি জ্ঞান সম্পূর্ণ দক্ষ জনবলের অভাব প্রায়শই পরিলক্ষিত হয়। আইসিটি অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে অফিস এবং জনবল বিদ্যমান রয়েছে। এই সকল অভিযান পরিচালনা ও তদন্তের ক্ষেত্রে আইসিটি অধিদপ্তরের আইটি জ্ঞান সম্পূর্ণ দক্ষ জনবলকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

২. বিভিন্ন আইটি প্রতিষ্ঠান ও অনলাইন মার্কেটিং এর নিবন্ধন প্রদানঃ সারা বাংলাদেশে ব্যাঙের ছাতার মত আইটি ফার্ম/প্রতিষ্ঠান ও অনলাইন ক্রয়-বিক্রয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যার মধ্যে অধিকাংশই একেবারেই নিম্নমানের। এদের দ্বারা প্রতিনিয়তই সাধারণ জনগণ প্রতারিত হচ্ছে কিন্তু তাদেরকে ধরার বা তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার কোন জায়গা নাই। যেহেতু আইসিটি অধিদপ্তর সরকারের সর্বস্তরে কাজ করে যাচ্ছে তাই যদি প্রতিষ্ঠান (পুরাতন/নতুন) আইসিটি অধিদপ্তরের মাধ্যমে নিবন্ধিত করার ব্যবস্থা থাকে তাহলে তাদের একটা কাঠামোর আওতায় আনা সম্ভব হবে এবং এতে জনগণের বিশ্বস্ততার জায়গা তৈরী হবে। এতে একদিকে যেমন সরকারের রেভিনিউ আয় হবে অন্যদিকে ক্রেতা প্রতারিত ও হয়রানী হওয়ার প্রবণতা কমে যাবে অনেকাংশে।

৩. উপজেলা পর্যায়ে সেন্ট্রার পোপ স্থাপনঃ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প এবং কর্মসূচির মাধ্যমে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি প্রদান করা হয়েছে এবং এই কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সকল কানেক্টিভিটি একটির সাথে অন্যটির যোগসূত্র নাই ফলে(বাংলাগভনেট, ইনফো-সরকার-২, ইনফো-সরকার-৩ ইত্যাদি) একই কাজ করতে সরকারের অনেক বেশি অর্থ ও সময়ের অপচয় হচ্ছে। এই সকল রিডান্ডেনসি ও ডুপলিকেশন দুর করার জন্য প্রতিটা উপজেলায় একটি পোপ সেন্টার বসানো প্রয়োজন। তাহলে সকল লাইন ঐ পোপ থেকে দেওয়া সম্ভব হবে। এতে একদিকে সময় ও অর্থের খরচ যেমন কমে যাবে অন্যদিকে মনিটরিং করার সহজ হবে।

৪. প্রান্তিক পর্যায়ে/মানুষকে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদানঃ আমরা জানি, ইনফো সরকার-৩ প্রকল্পের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত হাই-স্প্রিড ব্রডব্যান্ড লাইন সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। যার ফলে প্রতিটা ইউনিয়নে একটি করে পোপ সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এই লাইনগুলোর মাধ্যমে উক্ত ইউনিয়ন এর জনগণকে লাইন দেওয়ার কোন সুযোগ নাই হয়তোবা। আমাদের ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোসিং এর মাধ্যমে আয়ের লক্ষ্য মাত্রা ৫ বিলিয়ন ডলার। আর তাই যদি এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হয় তাহলে মানুষ যেন গ্রামে/বাড়ি বসে দ্রুতগতির ইন্টারনেট ব্যবহার করে আয় করতে পারে সেই সুযোগ করে দিতে পারে এই ইনফো সরকার-৩ প্রকল্পের লাইনগুলো। এবং এই লাইন সংযোগ প্রদান ও মাসিক লাইন রেন্ট আদায় করবে আইসিটি অধিপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলো।